ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 041 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪১ ● কলকাতা ● ২৯ মাঘ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 200

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শরীরের পবিত্রতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এটাও বাড়াবাড়ি।

ক্রমশঃ

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি তাঁর গোটা জীবন সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

শ্রী রাধাকৃষ্ণান আরও বলেছেন, উপাধ্যায়ের মানবিকতার নীতি গোটা বিশ্বে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখবে। উপ-রাষ্ট্রপতির মতে, সহমর্মিতার সঙ্গে অত্যন্ত অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি তাঁর বার্তা এবং বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে তাঁর বাণী পথ-নির্দেশিকা হয়ে থাকবে।

বিএলএদের সঙ্গে বৈঠকে 'ম্যান মার্কিংয়ে'র নির্দেশ মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়। নো ম্যাপিং ভোটারদের উপর বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিএলএ-২দের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোনও রাস্তা, কোনও গলি যাতে বাদ না যায় সেই দিকে নজর দিতে বলেছেন খোদ মমতা।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি প্রক্রিয়া চলছে। ১৪ তারিখ সেই শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হবে। তার আগে বিএলএ২দের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে বলেছেন মমতা। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, বেছে বেছে মহিলাদের টার্গেট করা হচ্ছে! মাইক্রো অবজারভাররা ইআরওদের উপর নজরদারি করছেন। বিজেপির ইশারায় বৈধ ভোটার বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। এনিয়ে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম

এরপর ৩ পাতায়

বেলডাঙা থানার ইট খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি হুমায়ুন কবীরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভরতপুর: আবার বিস্ফোরক ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার পুলিশকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। বেলডাঙা থানার ইট খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি।মাদক মামলায় হুমায়ুনের মেয়েরও সম্পত্তি 'ফ্রিজ' করে পুলিশ ।তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ড থাকা বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের মেয়ে নাজমা সুলতানা, তাঁর শ্বশুর শরিফুল ইসলাম এবং তাঁদের 'রক্তের সম্পর্কে'র কয়েকজনের আত্মীয়র বিপদ আরও বাড়তে চলেছে।মঙ্গলবার অন্য কিছু সম্পত্তির সঙ্গে লালগোলা থানার পুলিশ হুমায়ুন কন্যা নাজমা সুলতানার নামে থাকা একটি চা-বিস্কুটের দোকান 'ফ্রিজ' করে তার সামনে বোর্ড লাগিয়ে দেয়। সূত্রের খবর দোকানটি নাজমা ভাড়ায় এক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। গত বছর ৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছিলেন নিলম্বিত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আর বুধবার সেই প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হতে চলেছে। মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আগে ৪ ডিসেম্বর হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। এর পর ২২ ডিসেম্বর জনতা উন্নয়ন পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের সূচনা করেন তিনি। ইতিমধ্যে মিমের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়াই করার প্রস্তুতি শুরু করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক। সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। সেই সময়ে বাবরি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করে নিজের আগামী পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে চান হুমায়ুন। একই সঙ্গে তার মেয়ের শ্বশুরের সম্পত্তি ফ্রিজ এবং একজনকে গ্রেফতার করার বিষয়ে বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন হুমায়ুন কবীর। তার স্পষ্ট দাবি তিনি বেলডাঙা থানা ঘেরাও করবেন আইসি এবং এসডিও,এসডিপিও সবাইকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বুঝে নেবেন। পুলিশ সুপারের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হবে। প্রয়োজন হলে বেলডাঙা থানার এক একটি ইট খুলে নেবেন তার সমর্থকদের নিয়ে।মাদক বিক্রির টাকায় বেআইনিভাবে সম্পত্তি করার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার লালগোলা থানার আধিকারিকেরা সোমবার দুপুরের পর থেকে শরিফুল, হুমায়ুন কন্যা নাজমা সুলতানা এবং তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, গাড়ি বাজেয়াপ্ত এবং 'ফ্রিজ' করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

জেলা পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে সোমবার হুমায়ুনের মেয়ে নাজমা সুলতানার শ্বশুরের তিনটি সম্পত্তি পুলিশের তরফ থেকে 'ফ্রিজ' করা হয়েছে। মঙ্গলবার আরও ছ'টি সম্পত্তি পুলিশের তরফ থেকে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কন্যা নাজমা সুলতানার সঙ্গে লালগোলা থানার নলডহরি গ্রামের বাসিন্দা শরিফুলের পুত্র পেশায় ব্যবসায়ী রাইহান আলীর বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছে।নাজমার শ্বশুরমশাই শরিফুল ইসলাম মাদক বিক্রির টাকায় বেআইনিভাবে লালগোলার বিভিন্ন এলাকায় কয়েক কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি করেছেন বলে পুলিশের তরফে অভিযোগ আনা হয়েছে। এনডিপিএস আইনের কয়েকটি ধারা মেনে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশের ভিত্তিতে সোমবার থেকে পুলিশ শরিফুল , হুমায়ুন কন্যা নাজমা এবং তাঁদের রক্তের সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন," সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকের কারবার একটি অভিশাপ। মাদকচক্রের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ পুলিশ 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলছে।"তিনি বলেন,"লালগোলা থানায় যে নির্দিষ্ট মামলায় পুলিশ তদন্ত করে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা শুধু তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এর অর্থনৈতিক তদন্তও করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ১৫ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' এবং দু'টি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মাদক বিক্রির টাকায় সম্পত্তি কেনা ছাড়া অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর অবশেষে বুধবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো। গত ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদ তৈরির ঘোষণা করেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক ও জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। বুধবার সকালে নির্ধারিত জমিতে শিলন্যাসের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজের সূচনা হয়।এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, ওই কর্মসূচিতে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের দূরত্ব বাড়তে থাকে। দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। তবে দলীয় পদ হারালেও নিজের অবস্থান অনড় থেকে মসজিদ নির্মাণ শুরু করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

সেই সময় উপস্থিত ছিলেন হুমায়ুন কবীর নিজেই।

মসজিদ নির্মাণের প্রথম দিনে রেজীনগর এলাকায় এ বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ১২০০ জন একসঙ্গে কোরান পাঠে অংশ নেন। ধর্মীয় আচার ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েই মসজিদের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিএলএদের সঙ্গে বৈঠকে 'ম্যান মার্কিংয়ে'র নির্দেশ মমতার

কোর্টে। সওয়াল করেছেন খোদ মমতা। এবার এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে আরও একবার বিএলও ২দের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রতিটি ভোটারের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা। কার্যত 'ম্যান মার্কিংয়ে'র কথা বলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কাউন্সিলরদের পাশাপাশি বিএলও ২দের মিটিং হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিএলও-২দের সাফ জানিয়েছেন, যাঁদের ম্যাপিং হয়নি তাঁদের বিষয়টি ভালো করে দেখতে হবে। এলাকায় কারও যদি শুনানি না হয়ে থাকে, তাঁদের শুনানি করাতে হবে। নতুন ভোটারদের নাম যেন বাদ না যায় সেই দিকে নজর দিতে বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রাজ্যের প্রতিটি বুথের প্রতিটি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল

(২ পাতার পর)

বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ এগিয়ে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর জানান, আগামী দুই বছরের মধ্যেই বাবরি মসজিদের নির্মাণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এদিন থেকেই তিনি 'বাবরি যাত্রা'র সূচনার কথাও ঘোষণা করেন। নদিয়ার পলাশি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত এই যাত্রা চলবে বলে জানান তিনি। তবে ধর্মীয় কর্মসূচির মাঝেও রাজনৈতিক সুরে কথা বলতে শোনা যায় বিধায়ককে। সম্প্রতি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। হুমায়ুন কবীর বলেন, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং তিনি তা মেনে নেবেন না। উপযুক্ত সময়ে সমস্ত প্রমাণ সামনে আনার কথাও জানান তিনি।

শ্রীলঙ্কায় ঐতিহাসিক প্রদর্শনির পরে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমরি ধ্বংসাবশেষ ভারতে ফিরে আসছে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শ্রীলঙ্কার কলম্বোর গঙ্গারাময়া মন্দিরে এক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর পরে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমরি ধ্বংসাবশেষ আজ ভারতে ফিরে আসছে।

এই পবিত্র ধ্বংসাবশেষ এবারই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী মাঙ্গুভাই প্যাটেল এবং অরুণাচলপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী চাওনা মেন-এর নেতৃত্বে প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও আধিকারিকদের এক উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল এই ধ্বংসাবশেষ ফিরিয়ে আনছে। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রীরা এবং শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধ্বংসাবশেষের বিদায়ী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

গঙ্গারাময়া মন্দিরে এক সপ্তাহের এই প্রদর্শনীতে শ্রীলঙ্কার বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। ১০ লক্ষেরও বেশি ভক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রি পরিষদের সদস্যারা, সাংসদ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। এই প্রদর্শনীর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত এবং গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী হর্ষ সঙ্গভি।

"পবিত্র পিপরাহাওয়া আবিস্কার" এবং "সমসাময়িক ভারতের পবিত্র ধ্বংসাবশেষ ও সাংস্কৃতিক বন্ধন" শীর্ষক দুটি বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এতে বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারত-শ্রীলঙ্কা সংযোগ তুলে ধরা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কা সফরের সময়ে এই প্রদর্শনীর ঘোষণা করেছিলেন।

এই পবিত্র উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ভারত ও শ্রীলঙ্কার অভিন্ন ঐতিহাসিক ও আবেগঘন সংযোগ আবারও সামনে এলো।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন প্রসারকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জঙ্গল-পাহাড় ও নদী ঘেরা উত্তরবঙ্গকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করাই রাজ্যের পর্যটন দফতরের মূল লক্ষ্য। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে 'পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন অংশীদারিত্ব' সম্মেলনেই এ কথা স্পষ্ট করলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।মন্ত্রী ছাড়াও সম্মেলনে ছিলেন পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বরুণ কুমার রায়, ট্যুরিজম সাব কমিটির চেয়ারম্যান রূদ্র চট্টোপাধ্যায়, ইকো ট্যুরিজম সাব কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু, রিভার ট্যুরিজম সাব কমিটির চেয়ারম্যান রাজ সিংহ, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সাব কমিটির চেয়ারম্যান জামলিং তেনজিং, পর্যটন দপ্তরের সচিব সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিষেক কুমার তিওয়ারি।সাধারণ পর্যটকরা আরও বেশি করে যাতে উত্তরবঙ্গের অফবিট ডেস্টিনেশনে যান তার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিনের সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল-'পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ'। বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের পরে কিভাবে উত্তরবঙ্গ বদলে গিয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে জানানো হয়, উত্তরবঙ্গের চা পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন ও হোম স্টের উপরে বেশি জোর

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কলকাতায় মিলল কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, ইডি বাজেয়াপ্ত করল ৪ কোটি

কয়লা পাচারের নতুন মামলায় তদন্তে নেমেই উদ্ধার টাকার পাহাড়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ চার কোটি ছুঁয়েছে, এমনটাই জানতে পারছে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁর বাড়িতে মিলছে বিপুল টাকা ও গয়না। জানা যাচ্ছে, প্রায় সোয়া ১ কোটির মতো টাকা ও নগদ উদ্ধার হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কয়লাপাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই । রাজ্যে রেলের বিভিন্ন সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রথমে আয়কর দফতর, পরে সিবিআই এই নিয়ে তদন্তে নামে। সেই সূত্র ধরেই বেরিয়ে আসে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার নাম। এর আগে গরু পাচার মামলার অভিযুক্ত এনামুল হকের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সেই লালাকেই পাওয়া গেল কয়লা মামলায়।ED সূত্রে খবর, ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ র বাড়িতে লুকিয়ে রাখা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গহনা। মিলেছে লুকিয়ে রাখা নগদ ২৮ লক্ষ টাকা। এই মামলার তল্লাশিতে অপর এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা নগদ মিলেছে। এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে দু'মাস আগে। তাতেই চার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইডি আগেই জানিয়েছিল, কয়লা চুরি ও দুর্নীতির টাকা প্রায় ১৭০ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই টাকার অঙ্ক বাড়ছে। এই যে দু'কোটি টাকার গহনা অভিযুক্তরা কোথা থেকে সংগ্রহ করল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইডি জানতে পেরেছে, লালার মাধ্যমে নিজেদের কয়লা-সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল চিন্ময়-কিরণ। ইতিমধ্যেই চিন্ময় ও কিরণকে বিশেষ ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পনেরোতম পর্ব)

মা মন্দিরে আছেন এবং ভবতারিনী নামে আমার পূজা গ্রহণ করছেন- তিনিই এখন শ্রীমা সারদা হয়ে আমার পদসেবা করছেন।' শ্রীমা সারদা ঈশ্বরী। গায়ত্রী জননী। তিনি ছিলেন অগ্নি ন্যায় তেজদৃপ্ত। তৎকালীন সময় দেশব্যাপী ইংরেজ হটাও আন্দোলন। মা কিন্তু আমার মাতৃভূমি এমন ভাবাবেগে আপ্লুত হননি বা প্রশ্রয় দেননি। অথচ নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তায় স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং নিজেও প্রত্যয়ী থেকেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ইংরেজ সরকার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

উত্তরবঙ্গের পর্যটন প্রসারকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য সরকার

দেওয়া হচ্ছে। তাজ, আইটিসি, ম্যারিয়টের মতো নামী হোটেল সংস্থাগুলো পা রেখেছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হওয়ার সুবিধা নিয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিককে সাধারণ পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, '২০১১ সালে নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাকে পর্যটন, সংস্কৃতি এবং শিল্প সব দিক থেকে উন্নত করা। আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি, তবে আরও অনেক কাজ বাকি আছে। সেগুলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা অবশ্যই করতে পারব। উনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। এই সম্মেলনে পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষরা যেসব পরামর্শ দেবেন তা বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেবে। চতুর্থবারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সেই অপেক্ষায় আছি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রসঙ্গত, গুপ্তযুগের অন্তে জয়নাগ/শশাঙ্কযুগে শিব ও নীলাবতীর বিবাহ উৎসব বাংলায় শুরু হয়েছিল এবং বাংলা নববর্ষ সেই থেকে শুরু হয়ে থাকতে পারে এই মর্মে ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে এই প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার ছেলেই সাইবার প্রতারণার শিকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খোদ প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার ছেলে সাইবার প্রতারণার শিকার। কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়েরের পর ওড়িশা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই সাইবার জালিয়াতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে মনোজ ভার্মাকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব (ডিরেক্টর, সিকিউরিটি) দেওয়া হয়। এডিজি (এসটিএফ) হন জাভেদ শামিম। তিনি ছিলেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে। তাঁর জায়গায় আনা হয় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলকে। বিনীত ছিলেন এডিজি (এসটিএফ)। আরজি কর কাণ্ডের পর বিনীতকে ওই পদে নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার হয়েছেন সুপ্রতিম সরকার। তিনি এত দিন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) ছিলেন।বর্তমানে ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি পদে থাকা মনোজ ভার্মার ছেলে পীযূষ ভার্মা দিল্লিতে ভাড়া ফ্ল্যাট খুঁজছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইউপিআই আইডির মাধ্যমে টাকা পাঠান। পরে তিনি দেখেন, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা প্রতারণার মাধ্যমে তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি দিল্লিতে ঘটলেও পীযূষ কলকাতায় এসে গত ২ ফেব্রুয়ারি লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল। তদন্তে নেমে ওড়িশা থেকে রাকেশ প্রধান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তবে জেরায় রাকেশ দাবি করেছে, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে দিল্লির দুই ব্যক্তি— সঞ্জয় ও অক্ষয়। তাদের নির্দেশেই লেনদেন হয়েছে বলে তার দাবি। বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে থাকা রাকেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে তদন্তকারীরা।

এই ঘটনার মধ্যেই সাইবার অপরাধ রুখতে নতুন পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশ। সাইবার জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। মঙ্গলবার লালবাজারে সাইবার থানায় এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। চালু হয়েছে একটি টোল-ফ্রি নম্বর— ১৮০০-৩৪৫০০৬৬। দিনরাত যে কোনও সময় এই নম্বরে ফোন করে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো বা সাহায্য চাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ফের অগ্নিমিত্রাকে গো- ব্যাক স্লোগান, ব্যাপক উত্তেজনা আসানসোল দক্ষিণে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসানসোল : আবার অগ্নিমিত্রাকে গো - ব্যাক স্লোগান। আসানসোল দক্ষিণের টিরাট, নিমচার পর এবার নিউএগারা এলাকায় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে গো- ব্যাক স্লোগান।অভিযোগ তৃণমূলের কর্মীরা অগ্নিমিত্রাকে হেনস্থার চেষ্টা

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে বন্ধ পেট্রাপোল বাণিজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন । নির্বাচনের কারণে বুধবার থেকেই দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল । শুনশান পেট্রাপোল সীমান্ত। এদিন দু'দেশের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রীকে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশে অশান্তির পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত কমেছে ।বাংলাদেশে অশান্তির পর থেকেই দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য কমেছে । সমস্যায় পড়েছেন পেট্রাপোল বন্দরের বহু ব্যবসায়ী। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একাধিক ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখা হচ্ছে । এরফলে সম্পর্কের ও যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। এই অবস্থায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি। নির্বাচনের পর বাংলাদেশে দ্রুত নতুন সরকার আসুক । ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হোক। আগের গতিতেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলুক দু'দেশের মধ্যে।ভোটের দিন এগিয়ে আসায় সেই সংখ্যাও কমে গিয়েছে।

পেট্রাপোল বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের অশান্তির ঘটনার পর থেকে দুদেশের মানুষের মধ্যে যাতায়াত অনেকটাই কমে গিয়েছিল । চিকিৎসার প্রয়োজনে কিছু বাংলাদেশি ভারতে এলেও তার পরিমাণ ও খুবই কম ছিল। বাংলাদেশের নির্বাচন ঘোষণার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে ভারতে আসা বহু যাত্রীকে বাংলাদেশের ফিরে যেতে দেখা যায়। মঙ্গলবার যশোরের বাসিন্দা শচীন হালদার সকাল সকাল পেট্রাপোলে এসেছিলেন বাড়ি ফিরে যাবার জন্য। তিনি বলেন, ”চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলাম । আগামীকাল আমাদের দেশে নির্বাচন তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ভোট দেওয়ার জন্য।” তবে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটতে পারে আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ওই বাসিন্দা।

অন্যদিকে পেট্রাপোল বন্দরের মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে পেট্রাপোল বন্দরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি পেট্রাপোল সীমান্তে বিএসএফে ও পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি বড় কোন অশান্তি ঘটনা ঘটে, তার আঁচ যাতে কোনওভাবেই এদেশে না এসে পড়ে সেজন্য সতর্ক বিএফএফ। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, ”বাংলাদেশের ভোটের কারণে বুধবার ও বৃহস্পতিবার বাণিজ্য বন্ধ থাকবে পাশাপাশি শুক্রবার ছুটি থাকে সে কারণে তিন দিন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ থাকছে।” ব্যবসায়ীদের কথায় বাংলাদেশের নির্বাচনে যদি কোন বড়সড়ো অশান্তির ঘটনা ঘটে তাহলে ফের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(৫ পাতার পর)

ফের অগ্নিমিত্রাকে গো- ব্যাক স্লোগান, ব্যাপক উত্তেজনা আসানসোল দক্ষিণে

করে। টোন টিটকারির প্রতিবাদ জানায় বিজেপি কর্মীরা। পাঁচ বছরে নির্বাচিত বিধায়ক হিসেবে অগ্নিমিত্রা পাল কোথায় ছিলেন সেই প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল কর্মীরা। একে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, ভয় পেয়ে তৃণমূল কর্মীরা তার প্রচারে বাধা সৃষ্টি করছে। পাঁচ বছর তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্ক রেখেছেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি রাজ্য সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রাখতে পারেনি সেই প্রচার করছেন। পরীক্ষা চলছে তাই মাইক বেদে প্রচার করা যাবে না। দিল্লির নির্দেশে হোম টাস্ক হিসেবে বিধায়করা বুথে বুথে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন্দ্রের সরকারের উন্নয়নের কাজ এবং রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে লিফলেট বিলি করছে ও প্রচার পর্ব চালাচ্ছে।সেই নিয়ে বিবাদ শুরু। এমনকি বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। গালিগালাজ করা হয়।

এদিকে, বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ৫ বছর দেখা যায়নি। উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করেননি।

জয় বাংলা(Jai Bangla) স্লোগান দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি পঞ্চায়েত সদস্যদের সারা বছর পাওয়া গেছে। কিন্তু বিধায়ক ও বিজেপি কর্মীদের পাওয়া যায়নি।অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, তৃণমূলের কর্মীরা তাঁর প্রচারে, জনসংযোগে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে এভাবে আটকানো যাবে না।

অপরদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হয় শান্ত এলাকায় এসে অগ্নিমিত্রা পাল অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। শাসক দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা করছেন। অপবাদ রটাচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতিবাদ করেছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালায়।এর আগেও অগ্নিমিত্রা পালকে আসানসোলের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এদিনও তৃণমূল কর্মীরা দাবি করেন, যে ডাক্তার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচার করছেন সেই রাস্তা শাসক দলের উন্নয়নের টাকায় করা। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ করছেন তা পুরোপুরি মিথ্যা।

সিনেমার খবর

আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরছে সালমান খানের 'তেরে নাম'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় ব্লকবাস্টার ছবি 'তেরে নাম' আবারও বড় পর্দায় ফিরছে। সালমান খান ও ভূমিকা চাওলা অভিনীত এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডি ছবি পুনরায় প্রদর্শনের সময়সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে ভারতের শীর্ষ সিনেমা চেইন PVR ও INOX।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সীমিত সময়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে 'তেরে নাম'। এতে করে দর্শকেরা আবারও বড় পর্দায় ছবিটির আবেগঘন প্রেম, হৃদয়বিদারক দৃশ্য এবং অবিস্মরণীয় সব গান উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

সিনেমাটি পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই দর্শকের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছবিটি শুধু পুরোনো ভক্তদেরই নয়, বরং সেই তরুণ দর্শকদেরও আকৃষ্ট করবে, যারা এতদিন টেলিভিশন বা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে ছবিটি দেখেছেন এবং এবার প্রেক্ষাগৃহে উপভোগ করতে চান।

এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে PVR ও INOX জানায়, ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে 'প্রেম উদযাপন' উপলক্ষে তারা একাধিক আইকনিক রোমান্টিক ছবি আবার প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে আসছে। এই তালিকায় রয়েছে— শাহরুখ খান ও ঐশ্বরিয়া রায় অভিনীত 'দেবদাস' (৬ ফেব্রুয়ারি), অজয় দেবগনের 'যুবা' (২০ ফেব্রুয়ারি) এবং সালমান খানের 'তেরে নাম' (২৭ ফেব্রুয়ারি)।

দুই দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও, 'তেরে নাম' আজও দর্শকের মনে গেঁথে আছে এর জনপ্রিয় গান, আইকনিক সংলাপ এবং রাধে চরিত্রে সালমান খানের স্মরণীয় অভিনয়ের জন্য।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন, অভিষেক বচ্চন ও বিবেক ওবেরয় অভিনীত একাধিক বলিউডের ক্লাসিক ছবি আবারও প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

গভীর রাতে পরিচালক রোহিত শেঠির বাড়িতে গুলিবর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে বারবার আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। শনিবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা একের পর এক গুলি ছুড়ল পরিচালক রোহিত শেঠির বাড়ির সামনে। ভোররাতে মুম্বাইয়ের জুহু এলাকায় তার বাড়ির সামনে অন্তত পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনার পর ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

মুম্বাই পুলিশ জানায়, পরপর পাঁচবার গুলি চলে। হতাহতের কোনো খবর মেলেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে। রোহিত শেঠি নিরাপদ আছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উইকেন্ডের জুহু এলাকার সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা গুলির শব্দে খানখান নিস্তব্ধতা। ভোরে একটি বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা। পরে জানা যায়, ফ্ল্যাটটি বিখ্যাত সিনেতারকা ও পরিচালক রোহিত শেঠির। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এতে জুহু এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মুম্বাই পুলিশ জানায়, সম্ভাব্য সব দিক নিশ্চিত করতে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত নয়। গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে রয়েছে।

এর আগে মুম্বাইয়ে ২০২৪ সালে সালমান খানের বান্দ্রার বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। দুই হামলাকারী চারটি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। পরে সমাজমাধ্যমে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিশোণাইয়ের নেতৃত্বাধীন দল এই গুলিবর্ষণের দায় স্বীকার করে।

ভালো সিনেমার অভাবে বলিউড: শাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুর বর্তমানে তার আসন্ন ছবি 'ও রোমিও'-এর প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। এরই মাঝে অভিনেতা সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রখর গুপ্তের সঙ্গে এক পডকাস্টে বলিউডে ভালো ছবির অভাব এবং অতিরিক্ত পরিকল্পিত বিপণন কীভাবে সিনেমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে—তা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন।

আলোচনায় শাহিদ বলেন, একজন শিল্পী হিসেবে তিনি দর্শকদের কাছ থেকে নিখাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেন, যা কৃত্রিম বিপণনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, তিনি কখনোই কৃত্রিম জনসংযোগ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী নন। যদিও বিপণনকে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করেন শাহিদ, তবে সেটি কোথায় সঠিক আর কোথায় ভুল—সে বিষয়ে সচেতন থাকার উপর জোর দেন এ অভিনেতা।

শাহিদের ভাষায়, 'মানুষ হয়তো বোঝে না, হলভর্তি লোক যখন হাততালি দেয়, শিস দেয় এবং আপনাকে স্বীকৃতি জানায়—এটি জীবনের জন্য অভূতপূর্ব একটি মুহূর্ত। এই কারণেই শিল্প বিশেষ কিছু। কিন্তু যখন সেই বিশুদ্ধতায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, তখন আর আগের মতো অনুভূতি থাকে না।'

বড় পর্দায় দর্শকদের মনোযোগের সময়কাল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিনেতা। তিনি বলেন, দীর্ঘ ফরম্যাটের কনটেন্ট দেখার ক্ষেত্রে দর্শকদের ধৈর্য আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে নির্মাতারাও দ্রুত উদ্দীপনা ও ডোপামিন-নির্ভর নির্মাণের দিকে ঝুঁকছেন, যা গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

শাহিদের মতে, 'এমন নয় যে দর্শকরা সিনেমা দেখতে চান না; বরং আমরা যতটা ভালো ছবি তৈরি করা উচিত, ততটা করছি না। এটি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।'

উল্লেখ্য, বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত 'ও রোমিও' প্রযোজনা করেছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। অ্যাকশন থ্রিলার ছবিটি হুসেন জাইদির বই 'মাফিয়া কুইন্স অব মুম্বাই' অবলম্বনে নির্মিত।

ছবিতে শাহিদ কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি, নানা পাটেকর, অবিনাশ তিওয়ারি, তামান্না ভাটিয়া, দিশা পাটানি, ফরিদা জালাল এবং বিক্রান্ত ম্যাসি। ছবিটি আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

মহানাটকীয় টাই, ডাবল সুপার ওভারে আফগানদের বিশ্বকাপ স্বপ্নে ধাক্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় এক ম্যাচে টাই, তারপর সুপার ওভারও টাই। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সুপার ওভারে হেরে বিশ্বকাপ স্বপ্নে বড় ধাক্কা খেল আফগানিস্তান। রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে ৪ রানের জয়ে মাঠ ছাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

আফগানিস্তানের জয়ের জন্য শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১৩ রান, আর দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার মাত্র ১ উইকেট। বল হাতে আসেন অভিজ্ঞ কাগিসো রাবাদা। স্ট্রাইকে ছিলেন নুর আহমেদ।

প্রথম বলেই নো-বল করেন রাবাদা। পরের ডেলিভারি ওয়াইড। ফ্রি-হিটে রান না এলেও দ্বিতীয় বৈধ বলেই ছক্কা হাঁকান নুর। তৃতীয় বলে সিঙ্গেল না নিয়ে স্ট্রাইক ধরে রাখেন তিনি, ফলে শেষ তিন বলে প্রয়োজন হয় ৫ রান।

এরপর আবার নো-বল দেন রাবাদা, সেই বলে আসে তিন রান। সমীকরণ নেমে আসে ৩ বলে ২ রানে। তবে ফ্রি-হিটে ডাবল নিতে গিয়ে রান আউট হন ফজল হক ফারুকি। তাতেই ম্যাচ গড়ায় টাইয়ে।

প্রথম সুপার ওভারে লুঙ্গি এনগিডির বিপক্ষে ব্যাট করতে নামেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ। এক ছক্কা ও দুই চারে তারা তোলেন ১৭ রান।

১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ডেভিড মিলার ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস শুরুটা ভালোই করেন। ব্রেভিস একটি ছক্কা মারলেও দ্রুত আউট হন। ট্রিসান স্টাবস চতুর্থ বলে চার মেরে লড়াইয়ে রাখেন দলকে। শেষ বলে প্রয়োজন ছিল ৭ রান, স্টাবস ছক্কা হাঁকালে সুপার ওভারও টাই হয়ে যায়।

নতুন নিয়মে ম্যাচ গড়ায় দ্বিতীয় সুপার ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা। আজমতের বলে শুরুতেই ছক্কা হাঁকান স্টাবস। পরে মিলারের টানা ছক্কা ও ডাবলে ২৩ রান তোলে প্রোটিয়ারা।

২৪ রানের কঠিন লক্ষ্য নিয়ে নামে আফগানিস্তান। কেশব মহারাজের প্রথম বলেই ব্যর্থ হন মোহাম্মদ নবি, পরের বলেই আউট হয়ে চাপ বাড়ান। চার বলে যখন প্রয়োজন ২৪ রান, তখন টানা তিন ছক্কায় আশার আলো জ্বালান গুরবাজ। শেষ বলে দরকার হয় ৬ রান, এর মাঝে একটি ওয়াইডে সমীকরণ দাঁড়ায় চার মারলে টাই, ছক্কায় জয়।

তবে শেষ বলটি মাঠের বাইরে পাঠাতে গিয়ে ক্যাচ আউট হন গুরবাজ। তাতেই শেষ হয় রুদ্ধশ্বাস এই লড়াই।

এর আগে টসে জিতে ব্যাট করে কুইন্টন ডি ককের ৫৯ ও রায়ান রিকেলটনের ৬১ রানে ভর করে ১৮৭ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে রহমানউল্লাহ গুরবাজের ৪২ বলে ৮৪ রানের ঝড়ো ইনিংসে ভর করে সমতায় পৌঁছায় আফগানিস্তান।

এলিস-জাম্পার দাপটে অস্ট্রেলিয়ার উড়ন্ত সূচনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যাটারদের সম্মিলিত অবদান ও পরে বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। কলম্বোয় আয়ারল্যান্ডকে ৬৭ রানে হারিয়ে দাপুটে জয় পেয়েছে তারা।

বুধবার বিকেলের ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৮২ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ১১৫ রানেই থেমে যায় আয়ারল্যান্ডের ইনিংস।

এটি চলতি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচ। অন্যদিকে, টানা দুই হারে ইতিমধ্যেই চাপে পড়ে গেছে আইরিশরা।

রান তাড়ায় নেমেই ধাক্কা খায় আয়ারল্যান্ড। ইনিংসের প্রথম বলেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন পল স্টারলিং। এরপর দ্রুত উইকেট হারিয়ে ৪৩ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট হারিয়ে বসে দলটি।

নাথান এলিস ছিলেন সবচেয়ে বিধ্বংসী। এক মেডেনসহ মাত্র ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন এই পেসার। অন্য প্রান্তে অ্যাডাম জাম্পাও সমান তালে আঘাত হানেন, ২৩ রান খরচায় তার শিকার ৪ উইকেট।

মধ্যভাগে জর্জ ডকরেল ২৯ বলে ৪১ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও তা কেবল পরাজয়ের ব্যবধানই কমিয়েছে। বড় লক্ষ্য তাড়া করার মতো ভিত্তি গড়তে পারেনি আয়ারল্যান্ড।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে কেউ ফিফটি না পেলেও কয়েকজন ব্যাটারের কার্যকর অবদান দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেয়। ২৯ বলে ৪৫ রান করে দলের সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন মার্কাস স্টয়নিস। জশ ইংলিস ১৭ বলে ৩৭ ও ম্যাট রেনশ ৩৩ বলে ৩৭ রান যোগ করেন।

নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ চোটের কারনে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেন ট্রাভিস হেড।

বিশ্বকাপে এক ম্যাচের পারফরম্যান্সেই শীর্ষে ফিরলেন রাজা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছে জিম্বাবুয়ে। ম্যাচে ৪ ওভার বল করে মাত্র ১৭ রানের খরচায় একটি উইকেট নেন রাজা। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে টি-টোয়েন্টির অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে উঠে এসেছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক।

গত বছরের শেষের দিকেও র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিলেন সিকান্দার রাজা। এরপর তাকে পেছনে ফেলেন পাক ব্যাটিং অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব। আবারও নিজের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলেন রাজা।

র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে থাকা সিকান্দার রাজার রেটিং ২৯৯। এদিকে ২৮২ রেটিং নিয়ে দুই নম্বরে অবস্থান করছেন সাইম আইয়ুব। তিনে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এছাড়া রোস্টন রেজ চার ও মোহাম্মদ নেওয়াজ পাঁচ নম্বরে রয়েছেন।

সিকান্দার রাজার সঙ্গে সুখবর পেয়েছেন জিম্বাবুইয়ান ওপেনার ব্রায়ান বেনেটও। ওমানের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের দরুন র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়েছেন তিনি। বাঁহাতি এই ব্যাটারের বর্তমান অবস্থান ১৯ নম্বরে।

আর র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা পাঁচে মাত্র একটি পরিবর্তন এসেছে। তিন ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরেই আছেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা। দুই নম্বরে আছেন ফিল সল্ট। আর চার এবং পাঁচ নম্বরে অবস্থান যথাক্রমে জস বাটলার ও তিলক ভার্মার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR